দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 27 FEB 1995 ... ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২ ...

সমন্বিত কর্মসূচী গ্রহণ করা না হলে নিরক্ষরতা দূর করা কঠিন হবে

স্টাফ রিপোর্টার: আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষার প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত সময়ে ৫০ শতাংশে ছাত্রছাত্রী ঝরে পড়ে। সরকারী স্কুলগুলোতে শিক্ষার মান অত্যন্ত নিম্ন পর্যায়ের।

শিক্ষক স্বল্পতাসহ অন্যান্য পরিবেশগত সমস্যাও প্রকট। শিক্ষার পথে দরিদ্র্য তেমন অন্তরায় নয়। প্রয়োজনীয় পরিবেশ এবং আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে শিক্ষা দেয়া গেলে এই ঝরে পড়াকে ব্যাপক হারে হ্রাস করা সম্ভব।

বাংলাদেশের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাক্ষেত্রের জাতীয় জোট 'গণ-সাক্ষরতা অভিযান'-এর নেতৃবৃন্দ শনিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই অভিমত ব্যক্ত করেন। বলেন, জাতীয় পর্যায়ে একটি সমন্বিত কর্মসূচী গ্রহণ করা সম্ভব না হলে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করা সত্যি কঠিন হবে। তারা—সরকার, রাজনৈতিক দল, বেসরকারী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সকল ক্ষেত্রের কার্যকর প্রতিনিধির অংশগ্রহণে একটি জাতীয় কাঠামো তৈরির মাধ্যমে দেশ থেকে নিরক্ষতা দূর করার ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।

বিকাল সাড়ে চারটায় জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এই সাংবাদিক সম্মেলনে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন সংগঠনের পরিচালক ডঃ আবদুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দিন। ফজলে হাসান আবেদ, ডঃ এফ, আর আহমদ হাসান, আজিজুল হক, হাবিবুর রহমান, নিশাত জাহানসহ অন্যান্য কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত মোট গণ-সাক্ষরতা অভিযান এর পাঁচ বছরের কর্মকাণ্ড ও অভিজ্ঞতা তুলে ধরে বলা হয়, এই মুহূর্তে ব্র্যাক ২৭ হাজার প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র সফলতার সাথে পরিচালনা করছে। প্রশিকা গণ-উন্নয়ন প্রচেষ্টাসহ অন্যান্য সংস্থাও শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। তাদের অভিজ্ঞতাকে উদ্ধৃত করে সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয়, সাক্ষরতার হার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে দারিদ্র্য অন্তরায় নয়। দায়ী রাজনৈতিক অঙ্গীকার এবং সমন্বিত উদ্যোগ।